রবীন্দ্রনাথ
গান থেকে গানে

জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সূত্রধর

সূচীপত্র

	গীতবিতান পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
অগ্নিশিখা, এসো এসো	৬১৩	১৭২
অন্তর মম বিকশিত	৫১	২৮
অরূপ তোমার বাণী	৯	২৩
আঘাত করে নিলে জিনে	৯৫	৩৫
আজ তোমারে দেখতে এলেম	৪১৪	১১৭
আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে	৪৫০	১৩০
আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে	১৪২	৪২
আমাকে যে বাঁধবে ধরে	৫৭১/৮৯৬	১৫৯
আমায় থাকতে দে-না আপন-মনে	৩৯৪	১০৭
আমার নিখিল ভুবন হারালেম	৩৫১/৯২৮	৭৮
আমার পরান লয়ে কী খেলা	২৮২	৬০
আমার মন যখন জাগলি না রে	২১৬	৫৩
আমার মুক্তি আলোয় আলোয়	১৪১	৪০
আমার লতার প্রথম মুকুল	৩২৩	৭২
আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়	২১৮	৫৪
আমি যে গান গাই জানি নে সে	৩৬৩	৯৪
আয়-রে মোরা ফসল কাটি	৬১৩	১৭৫

আর নহে, আর নহে	৩৫৪/৯৩৩	৮৩
আরো আরো, প্রভু, আরো আরো	১০০	৩৬
আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই	৫৬০	১৫৭
এ মণিহার আমায় নাহি সাজে	১৯৩	৫০
একটুকু ছোঁওয়া লাগে	৫০৫	১৪০
এসো আমার ঘরে	২৯৭	৬৩
এসো এসো হে তৃষ্ণার জল	৪৩১	১২৫
ও আমার চাঁদের আলো	৫১৫	১৪১
ও মঞ্জরী ও মঞ্জরী	৫০২	১৩৮
ওই মরণের সাগরপারে	২১০	৫১
ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না	৩৬৭	৯৬
ওরে বকুল, পারুল, ওরে	৫৩৩/৮৯৮	১৪৫
ওরে শিকল, তোমায় কোলে ক'রে	৫৭১	১৬১
কিছু বলব ব'লে এসেছিলেম	৪৭৩	১৩৩
কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে	৩৮২	১০১
কে বলেছে তোমায় বঁধু	৩১৭	৬৭
কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে	৪০১	১০৯
কোথায় আলো	৫৯	৩১
কোন্ সে ঝড়ের ভুল	৩৫৩/৯৩২	৮১
খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি	৫৫৪	১৫৩
গোপন কথাটি রবে না গোপনে	৩৫৬	৯১
গোপন প্রাণে একলা মানুষ	৫৫৫	১৫৫
গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ	৫৪৯	১৫০
চপল তব নবীন আঁখি দুটি	৩০৩	৬৫

চিত্ত পিপাসিত রে	২৭১	৫৫
ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে	৩৫৪/৯৩৩	৮৫
জগত জুড়ে উদার সুরে	৬৭	৩৪
জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত	৪১৩/৬৫৬/ ৯১৬/৯১৭	১১৪
ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে	৫৩৯	১৪৯
তিমির দুয়ার খোলো	১৮৪	৪৭
তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে	৩৫৯	৯৩
তুমি খুশি থাক	৩১	২৭
তোমার বীণায় গান ছিল আর	৩৬৮	৯৭
তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও	২১	২৫
দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি	২৭৬	৫৭
দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে	৩৫৫/৯৩৪	৮৭
নদীপারের এই আষাঢ়ের প্রভাতখানি	১১৩	৩৮
নয়ন ছেড়ে গেলে চলে	১৫৯	৪৪
না না) নাই বা এলে যদি সময় নাই	৩৩১	৭৪
পথিক পরান্, চল্, চল্ সে পথে তুই,	৩৯৩	১০৬
পাখি বলে, চাঁপা, আমারে কও	৫৮৫	১৬৪
প্রভাত-আলোরে মোর কাঁদায়ে গেলে	৩৭৭	৯৯
বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে	৮৯৩	১৮৩
বাঁচান বাঁচি মারেন মরি	১৮০	৪৬
বাজিল, কাহার বীণা মধুর স্বরে	২৮১	৫৮
বাজো রে বাঁশরি, বাজো	৮০৫	১৭৭
বিশ্ব-বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে	৪২৭	১২০

ভালোবাসি, ভালোবাসি	৩২১	৬৮
ভেবেছিলেম আসবে ফিরে	৪৪৭	১২৮
মন যে বলে চিনি চিনি	৫২১	১৪৩
মেঘের পরে মেঘ	৪৪১	১২৭
যদি হল যাবার ক্ষণ	৩৩৯	৭৬
যাত্রী আমি ওরে	৮৫৩	১৭৯
যে দিন সকল মুকুল গেল ঝরে	৩৯৪	১০৮
যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে	৪১২/৬৬০/৯২০	১১১
রইল বলে রাখলে কারে	২৬২	৫৪
রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে	৫৯১	১৬৮
লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি	৩৮২	১০৪
শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে	৪৭৮	১৩৭
শ্যামল শোভন শ্রাবণ, তুমি	৪৬০	১৩২
শ্রাবণের গগনের গায়	৪৭৭	১৩৪
সকল ভয়ের ভয় যে তারে	১৯২	৪৮
সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই, জাগিল	৬০৬	১৬৯
সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি	২৮৩	৬০
সে কোন্ পাগল যায় পথে তোর	৫৯১	১৬৬
স্বপ্নে আমার মনে হল	৪৭৭	১৩৫
হাটের ধুলা সয় না যে আর	৫৫২	১৫২
হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই	৫৫	২৯
হে সখা, বারতা পেয়েছি	২৮৯	৬১

অরূপ তোমার বাণী

গানটির গীতবিতান পাঠ পরিণতি পাবার আগে গানটির তিনটি পাণ্ডুলিপি রূপ পাওয়া যায়।

প্রাথমিক খসড়ায় গানটির প্রথম নয়টি লাইন লেখা হয়েছিল ১৩ নভেম্বর ১৯২৬ সালে, চেকোশ্লোভাকিয়ার জাগ্রেভে।

MS 437/15

তোমার অরূপবাণী
আমার মাঝে রূপ নিয়েছে
এই যেন গো জানি।
নিত্যকালের উৎসব এই
বিশ্ব দীপালিকা।
আমি তারি একটি প্রদীপ
জ্বলুক তাহে শিখা
নির্ব্বাণহীন আলোক ছটায়
তোমার ইচ্ছাখানি।।

২১ নভেম্বর, ১৯২৬ তারিখে স্বাক্ষরিত আরো দুটি পাণ্ডুলিপি পাঠ পাওয়া যায়, দুটিতেই রচনাস্থান বুখারেস্ট। আরো কয়েকটি পঙ্‌ক্তির সংযোজন ঘটেছে এবং একই সঙ্গে পূর্বলিখিত অংশের সঙ্গে পার্থক্য আছে।

এই পাণ্ডুলিপি দুটিতে গানটি শুরু হয়েছে 'তব অমূর্ত্ত বাণী' দিয়ে। স্থায়ীর দ্বিতীয় লাইন, অন্তরা বর্জন, সংযোজন, অদল বদল হয়ে রূপ বদলেছে। যেমন,

MS 27/156

তব অমূর্ত্ত বাণী
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক্ সে আনি ।।
বিশ্বের দীপালিকা,
আমি শুধু তার মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি ।।
যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে
বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে
তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিশ্বাস দাও পুরে,
শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক সুরে—
বিঘ্ন তাহার পুণ্য করুক তব দক্ষিণপাণি ।।

MS 28/59

তব অমূর্ত্ত বাণী
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক্ সে আনি ।।
নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা,
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি ।।
যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে
বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে
তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিশ্বাস দাও পুরে,
শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক সুরে—
বিঘ্ন তাহার পুণ্য করুক তব দক্ষিণপাণি ।।

গীতবিতানের পাঠে গানটির শুরু থেকেই পার্থক্য। সঞ্চারী ও আভোগের রূপ অপরিবর্তিত থাকলেও স্থায়ী এবং অন্তরার রূপান্তরিত গীতরূপ এইরকম,

অরূপ, তোমার বাণী
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক্‌ সে আনি ।।
নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা—
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি ।।
যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে
বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে
তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিশ্বাস দাও পুরে,
শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক সুরে—
বিঘ্ন তাহার পুণ্য করুক তব দক্ষিণপাণি ।।

সম্পূর্ণ গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৩৩ সালে।

কবির ৬৫ বছর বয়সের রচনা। রচনাকাল ১৯২৬, ২১ নভেম্বর (১৩৩৩, ৫ অগ্রহায়ণ)। রচনাস্থান বুখারেস্ট। গীতবিতান পূজা পর্যায় ৯/৯। রাগ ছায়ানট। তাল দাদ্‌রা। স্বরবিতান ৩। স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও

MS 8/135

তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও সে ঘুম আমার রমণীয়—
জাগরণের সঙ্গিনী সে, তারে তোমার পরশ দিয়ো ।।
অন্তরে তার গভীর ক্ষুধা, গোপনে চায় আলোকসুধা,
আমার রাতের বুকে সে যে তোমার প্রাতের আপন প্রিয় ।।
তারি লাগি আঁধার ভাঙা আকাশ রাঙা অরুণরাগে,
নবীন আশার
তারি লাগি পাখির গানে ~~আগমনীর~~ আলাপ জাগে।
নীরব তোমার চরণধ্বনি শুনায় তারে আগমনী,
সন্ধ্যাবেলার কুঁড়ি তারে সকালবেলায় তুলে নিয়ো ।।